The New Nation

DU VC calls for working together to conserve environment, forests

City Desk

Dhaka University (DU) Vice-Chancellor (VC) Prof Dr Niaz Ahmed Khan today urged all to work together to conserve the environment and forests, says BSS.

He made the call while speaking as the chief guest at a programme organized at 'Smrity Chirantan Chattar' on the campus marking the International Day of Forests.

He said that the Dhaka University will always give support to protect forests in the country.

The DU Arbory Culture Center organized the programme in collaboration with the Faculty of Science, Faculty of Biology and 'Poribesh Sangsad' of DU.

This year's theme of the day is - 'Forest and Food'.

Arbory Culture Center Director Professor Dr Mohammad Jasim Uddin presided over the programme while Dean of the Faculty of Science Professor Dr Abdus Salam, Dean of the Faculty of Biology Professor Dr Md Enamul Haque and Dhaka South City Corporation Administrator Md Shahjahan Mia spoke on the occasion, among others, as special guests.

DU VC said, "We need to take effective steps to conserve nature, biodiversity and forests. Dhaka University administration is playing its role in afforestation and environmental conservation by taking various steps including strengthening the tree plantation campaign on the university campus and banning leaf burning and fireworks and plastic-banning-programs."

Earlier, the DU VC planted a tree sapling at Smrity Chirantan Chattar as part of the afforestation program on DU campus.

A colorful rally led by the VC was also brought out from Smrity Chirantan Chattar which paraded streets on the campus.

প্রতিদিনের বাংলাদেশ

ঢাবি শিক্ষার্থীদের ঈদ ভাবনা

শিক্ষাঙ্গন

সৌরভ ইসলাম, ঢাবি

ঈদের আনন্দ নিয়ে কথা বলেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা। ছোটবেলার ঈদগুলোই তাদের কাছে সোনালি সময়। জীবনের পরম বাস্তবতায় তাদের জীবনে এখন ঈদের আনন্দগুলো যেন মলিন হয়ে এসেছে। অনেকেই মনে করেন চাকরি পাওয়াটাই হবে তাদের আসল ঈদের আনন্দ। আবার জুলাই আন্দোলনে শহীদ পরিবারগুলোয় ঈদের আনন্দের জায়গায় নেবে দীর্ঘশ্বাস আর বেদনা- সেটি মনে করছেন ঢাবি শিক্ষার্থীরা।

বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের ২০২১-২২ সেশনের শিক্ষার্থী আতিকুর রহমান। ক্যাম্পাস থেকে বাড়ি ফেরার আনন্দ, ভোগান্তি, অতীত ঈদের স্মৃতি, ঈদ শেষে পুনরায় ক্যাম্পাসে ফেরা নিয়ে কথা বলেছেন তিনি। তার কথায়, ঈদ অর্থই আনন্দ, ঈদ অর্থই প্রিয়জনদের সাথে কাটানো আনন্দঘন সময়। তবে রাজধানীর ব্যস্ত জীবনে খাপ খাইয়ে নেওয়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন শিক্ষার্থীর ঈদ নিয়ে ভাবনা একটু অন্যরকম। বছরের বেশিরভাগ সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের লেখাপড়ায়, পরীক্ষা এবং বিভিন্ন সামাজিক-সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে ব্যস্ত থাকার পর ঈদই হলো সেই মাহেন্দ্রক্ষণ, যখন আমরা বাড়ি ফিরে পরিবার ও শৈশবের বন্ধুদের সঙ্গে নিয়ে সময় কাটানোর সুযোগ পাই। যোগ করেন, ট্রেন ভ্রমণ আমার কাছে খুবই উপভোগ্য হওয়ায় প্রতি ঈদে ট্রেনেই বাড়ি ফিরি। অন্যবারের তুলনায় এবার কিছুটা আগেভাগে বাড়ি ফিরেছি, ২৩ মার্চ রাতে, তাই ট্রেনের টিকিট নিয়ে খুব একটা বেগ পেতে হয়নি। অনলাইনে সহজে পেয়েছি।

আরবি বিভাগ থেকে সদ্য মাস্টার্স শেষ করা মামুন অর রশিদ বলেন, ঈদ শব্দটা মনে আসতেই মনের মধ্যে উৎসবের আমেজ কাজ করে। সেই উৎসবের সবচেয়ে রঙিন স্মৃতি শৈশব। বিশ্ববিদ্যালয় জীবনের এই শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়ে ঈদ আনন্দের রঙ কিছুটা ভিন্ন ও ফিকে হয়ে এসেছে। এখন ঈদ মানে মা-বাবার সাথে দেখা হওয়া আর পরিবারের সাথে এক টেবিলে বসে খেতে পারা।

অমিতা রায় বিশ্ব ধর্ম ও সংস্কৃতি বিভাগের তৃতীয় বর্ষের ছাত্র। চারপাশে ঈদের আমেজ ছুঁয়ে যায় তাকে। তিনি বলেন, ছুটির দিন সবসময়ই আনন্দের, তবে যখন সেই ছুটি অন্য ধর্মের কোনো উৎসব উপলক্ষে পাওয়া যায়, তখন তা নিয়ে ভাবনার একটা জায়গা তৈরি হয়। আমি সনাতন ধর্মাবলম্বী, তবুও ঈদের ছুটি এলেই চারপাশের উৎসবের আমেজ আমাকে ছুঁয়ে যায়।

ঈদে অবহেলিত মানুষদের নিয়েই বেশি ভাবেন বিশ্ববিদ্যালয়ের সূর্যসেন হলের দ্বিতীয় বর্ষের শিক্ষার্থী আজগারুল ইসলাম বলেন, মুসলিমদের জন্য বছরের সবচেয়ে আনন্দঘন দিনটি হলো ঈদের দিন। বিশ্ববিদ্যালয় জীবনের নানা ব্যস্ততার মাঝে ঈদ এলে শিক্ষার্থীরা যেন একটু স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে। পরিবার আত্মীয়-স্বজন, বন্ধুবান্ধব সকলের সাথে মিলিত হয়ে এক অনন্য সুন্দর অনুভূতি কাজ করে। তবুও এই ঈদ যেন কারও কারও জন্য খানিকটা বিষাদময় হয়ে দাঁড়ায়।

কালবেলা

ঢাবির হলেই ঈদ কাটবে ৫ শতাধিক শিক্ষার্থীর

লক্ষ্য চাকরির পরীক্ষা

লিটন ইসলাম, *ঢাবি* ▸▸

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) সমাজকল্যাণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের শিক্ষার্থী মো. দেলোয়ার হোসেন। থাকেন বিশ্ববিদ্যালয়ের মুক্তিযোদ্ধা জিয়াউর রহমান হলে। বাড়ি নোয়াখালী জেলায়। স্বপ্ন ছিল পরিবারের সঙ্গে ঈদ কাটাবেন। কিন্তু ঈদের পরে বিভিন্ন চাকরির পরীক্ষা থাকায় এবার আর বাড়ি যাওয়া হবে না তার। বাড়িতে গিয়ে পরিবারের সঙ্গে কাটানো সময় পড়ালেখার মধ্যেই দিতে চান দেলোয়ার। এ জন্য ঈদ এবার হলেই কাটানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তিনি। এতে খানিকটা খারাপ লাগলেও ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে বাড়ি যাওয়া হচ্ছে না তার। এসব শিক্ষার্থীর জন্য ঈদে বিশেষ খাবারের ব্যবস্থা নিয়েছে হল প্রশাসন।

শুধু দেলোয়ার হোসেনই নন, বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৮টি হলে এরকম ৫ শতাধিক শিক্ষার্থী রয়েছেন, যারা ঈদ হলেই কাটাবেন। স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দিতে ঈদের সাময়িক আনন্দ বিসর্জন দিচ্ছেন তারা।

গতকাল সন্ধ্যা পর্যন্ত পাওয়া তথ্যমতে, বিশ্ববিদ্যালয়ের অমর একুশে হলে ১০ জন, বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেসা মুজিব হলে ১০, স্যার এ এফ রহমান হলে ৬০, মুক্তিযোদ্ধা জিয়াউর রহমান হলে ১৭, শেখ মুজিব হলে ২৩, স্যার সলিমুল্লাহ মুসলিম হলে ১৭, ফজলুল হক মুসলিম হলে ১০০, শহীদ সার্জেন্ট জহুরুল হক হলে ৫৮, রোকেয়া হলে ৩১, কবি জসীম উদ্দিন হলে ৫০ জন শিক্ষার্থী হলেই ঈদ কাটাবেন।

এ ছাড়া অন্যান্য হলগুলোয়ও একটি বড় অংশ হলেই ঈদ কাটাবেন। সব মিলিয়ে অন্তত ৫ শতাধিক শিক্ষার্থীর খোঁজ পাওয়া যায়, যারা এবার বাড়ি যাচ্ছেন না।

কবি জসীম উদ্দিন হলের শিক্ষার্থী খন্দকার আজিজুল হক একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে চাকরি করছেন এক মাস ধরে; কিন্তু তার লক্ষ্য বিসিএস। আর ঈদের পরেই ৪৭তম বিসিএসের প্রিলিমিনারি পরীক্ষা হওয়ায় হলেই ঈদ কাটাবেন বলে মনস্থির করেছেন তিনি। আজিজুল বলেন, পরিবার ছাড়া ঈদ করা সত্যিই ভীষণ কষ্টের; কিন্তু সামনে বিসিএস পরীক্ষা থাকায় চাইলেও বাসায় যেতে পারছি না।

হল প্রাধ্যক্ষরা জানান, অনেকের ঈদের পর একাডেমিক পরীক্ষা আছে। তবে বেশিরভাগেরই বিভিন্ন চাকরির পরীক্ষা থাকায় বাড়ি যাচ্ছেন না। শেখ মুজিব হলের প্রাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান কালবেলাকে বলেন, শিক্ষার্থীদের অনেকেই হলে থাকছেন। তাদের নিরাপত্তার জন্য সর্বোচ্চ ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

হল সূত্রে জানা গেছে, এবার ঈদে হল ভেদে শিক্ষার্থীদের জন্য মাথাপিছু ৩৫০-৪৫০ টাকা পর্যন্ত বাজেট রয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের। বিভিন্ন হলে খাবারেও রয়েছে ভিন্নতা।

সার্বিক বিষয় নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রভোস্ট স্ট্যান্ডিং কমিটির সভা হয়েছে। মুক্তিযোদ্ধা জিয়াউর রহমান হলের প্রাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মো. নাজমুল হোসাইন কালবেলাকে বলেন, আমার হলে শুধু শিক্ষার্থী নয়, কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্যও খাবারের ব্যবস্থা করা হবে।

প্রভোস্ট স্ট্যান্ডিং কমিটির আহ্বায়ক ও স্যার সলিমুল্লাহ মুসলিম হলের প্রভোস্ট অধ্যাপক ড. আব্দুল্লাহ আল মামুন বলেন, যেসব শিক্ষার্থী হলে থাকবেন তাদের যাতে কোনো ধরনের অসুবিধা না হয় সে জন্য আমরা একটি সভা করেছি। সভায় সকাল ও দুপুরে খাবারের ব্যবস্থা থাকবে এমন সিদ্ধান্ত হয়। তবে খাবারের তালিকা নিজ নিজ হল প্রশাসন ঠিক করবে। বিগত প্রশাসনের সময় সকালে খাবার দেওয়া হতো না; কিন্তু এবার সকাল ও দুপুরে দুবেলা ভালোমানের খাবারের ব্যবস্থা থাকছে। সেই সঙ্গে শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তার স্বার্থে বহিরাগত কেউ যাতে হলে প্রবেশ করতে না পারে, সে জন্য কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে।

Public Relations Office
University of Dhaka
Dhaka-1000, Bangladesh
Phone: 55167719
E-mail: publicrelations@du.ac.bd

জনসংযোগ অফিস
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা- ১০০০, বাংলাদেশ
ফোন : ৫৫১৬৭৭১৯

জনকণ্ঠ

পহেলা বৈশাখকে বরণ করে নিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলায় চলছে প্রস্তুতি -জীবন